সংবাদ

তারিখ 08 FEB 2016
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৭

ইচ্ছাশক্তিই ভরসা এসএসসি পরীক্ষার্থী স্নিগ্ধ'র

মশিউর রহমান টিপু, পটুয়াখালী

বিস্ময়কর প্রতিভাবান একজন এসএসসি পরীক্ষার্থী। কারণ স্নিগ্ধ পা দিয়ে চলার শক্তি নেই। নেই হাত দিয়ে কাজ করার ক্ষমতাও। কথা বলে অস্পষ্ট ভাষায়। কিন্তু স্নিগ্ধ তার এই অক্ষমতাকে শক্তিতে রূপান্তরিত করেই এবার এসএসসি পরীক্ষার আসরে নিজেকে হাজির করলো নিজের মতো করে। স্নিগ্ধর পুরো নাম রাবায়েত হাকিম স্নিগ্ধ। বাবা আবদুল হাকিম একটি বেসরকারি সংস্থায় চাকরি করেন। মা রুবিনা হাকিম গৃহিণী। দুই ভাইয়ের মধ্যে সে বড়। ছোট ভাই রাকায়েত ইসলাম নাহিন চতুর্থ শ্রেণীতে পড়ে।

বাবা আবদুল হাকিম জানান, যশোরের রুপাদিয়া বাজার এলাকায় তার বাড়ি। জন্ম নেওয়ার দুই বছর পর আমরা বুঝতে পারি স্নিগ্ধ শারীরির প্রতিবন্ধী। চিকিৎসা করানো হয়েছে। চিকিৎসকরা নিউরোলজিক্যাল সমস্যার কারনে স্নিগ্ধর এই সমস্যাগুলো দেখা দিয়েছে বলে জানায়। তিনি আরো জানান, ছোটবেলা থেকেই স্নিগ্ধ বই, খাতা নিয়ে খেলাধুলা করতো। এক পর্যায়ে বাড়ির আশেপাশের শিশুদের স্কুলে যেতে দেখে তাদের সঙ্গে যেতে চাইতো। ছেলের আগ্রহ দেখে প্রথমে ঘরে বসেই লেখাপড়ার অভ্যাস করে স্নিগ্ধ।

চারকরির জন্য বিভিন্ন এলাকায় গেলেও স্নিগ্ধর লেখাপড়া বন্ধ করা হয়নি। ২০১০ সালে বরিশালের বাকেরগঞ্জ মডেল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে পিএসসি পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে এবং ২০১৩ সালে রবগুনার জিলা স্কুল থেকে জিএসসি বি-গ্রেডে উত্তীর্ণ হয় স্নিগ্ধ। এর পর বদলি হয়ে পটুয়াখালী চলে আসেন তারা। পটুয়াখালী শহরের পিটিআই সড়কে একটি ভাড়া বাসায় বসবাস তাদের। স্নিগ্ধকে ভর্তি করিয়ে দেয়া হয় পটুয়াখালী সরকারি জুবিলী উচ্চ বিদ্যালয়ে। এ বছর এই বিদ্যালয় থেকে মানবিক বিভাগে এসএসসি পরীক্ষা দিচ্ছে স্নিগ্ধ। পটুয়াখালী সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় কেন্দ্রে স্নিগ্ধ পরীক্ষা দিচ্ছে। ওর রোল নং-২৩৮৯২১।

পরীক্ষার প্রথম দিনে কেন্দ্রে গিয়ে দেখা যায় স্নিগ্ধ বাংলা প্রথম পত্রের প্রশ্নে উত্তর লিখতে ব্যস্ত। হাতে কলম রাখতে পারছে না, তাই আঙুলের ফাঁকে কলম নিয়ে বেঞ্চের ওপর শরীরের ভর দিয়ে কষ্ট করে প্রশ্নের উত্তর লিখছে সে। এত কষ্টের পরও মুখে কোন কষ্টের ছাপ নেই তার। এদিকে পরীক্ষা কেন্দ্রের বাইরে অপেক্ষমাণ মা রুবিনা হাকিম বললেন, ওর লেখাপড়ার প্রতি প্রবল আগ্রহ। বাবা-মার কোলে ও পিঠে করেই স্কুলে যাতায়াত করে আসছে স্নিগ্ধ। স্কুল থেকে বাসাই ফিরে ছোট ভাইর সঙ্গে ঘরে বসেই খেলাধুলা করে সময় কাটায় সে। ছেলে প্রতিবন্ধী তাই অনেকেই বাসায় এসে ওকে পড়াতে আগ্রহ দেখাত না। এই অবস্থায় অমিতাভ সরকার নামে এক কলেজছাত্র ওকে বাসায় এসে লেখাপড়া শিখাত।

স্নিগ্ধর শিক্ষক অমিতাভ সরকার জানান, স্নিগ্ধর কথাবার্ত অস্পষ্ট হওয়ায় প্রথম প্রথম কিছুই বুঝে উঠতে পারতাম না। তিন বছর ধরে ওকে পড়াচ্ছি। এখন ওর সব কথাবার্তা আমি বুঝতে পারি।

পটুয়াখালী সরকারি জুবিলী উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ছিদ্দিকুর রহমান খান জানান, স্নিগ্ধ'র শারীরিক অবস্থা বিবেচনা করলে ওর লেখাপড়ার প্রতি আগ্রহ দেখে আমরা অভিভূত। বরিশাল শিক্ষা বোর্ড থেকে প্রতিবন্ধী হিসেবে পরীক্ষা দেয়ার অনুমতি পেয়েছে স্নিগ্ধ।

পরীক্ষা শেষে স্নিগ্ধর সঙ্গে কথা বললে হাসিমুখে পরীক্ষা ভালো হওয়ার ইঙ্গিত দেয় এবং লেখাপড়া করে কৃষিবিদ হওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করে সে। স্নিগ্ধর এ পথ চলা সফল হোক এমন প্রত্যাশা সহপাঠী-স্কুল শিক্ষকসহ সবার।

পরীক্ষার হলে লেখায় ব্যস্ত স্নিগ্ধ -সংবাদ